দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JAN 1997 পৃঃ ৫ কলাম ৭

প্রসঙ্গ ঃ প্রাইমারি শিক্ষা

মাহমুদুল বাসার

সেই আইয়ুব খানের আমল থেকে এ পর্যন্ত দুটো বিষয়ে উঁচুগলায় প্রচার চলছে। একটি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অন্যটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং প্রাইমারি শিক্ষার প্রসার। কোন সরকারই এ দুটো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে খাটো করে দেখেননি। না দেখলে কি হবে ব্যাপার দুটো প্রচারসর্বস্বই থেকে গেছে, প্রচারের পাশাপাশি বাস্তবে প্রসার তেমন কিছু হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু সরকার বাস্তবতা বুঝেই 'ডঃ কুদরত-ই-খুদা' শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। সেই কমিশনের বিশাল রিপোর্টে প্রাইমারি শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শিক্ষাকে কিভাবে দ্রুত প্রসারিত করা যায় তার বর্ণনা, পদ্ধতি, পরিকল্পনা দেয়া আছে খুদা কমিশন রিপোর্টে। বঙ্গবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে খুদা কমিশনের রিপোর্ট অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু প্রাইমারি শিক্ষাকে সরকারিকরণ করে এবং একই সাথে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করে প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থার একধাপ গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে এই কর্মসূচির সম্পূরক কল্যাণকর কোন পদক্ষেপ আর নেয়া হয়নি।

প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নিদারুণ নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও বৈষম্যে কন্টকাকীর্ণ হয়ে আছে। শিক্ষা ব্যবস্থার বিশৃংখলা আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশৃংখলারই প্রতিরূপ। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে আমাদের সরকারগুলোর সুস্থ পরিকল্পনার অভাব। আবার শিক্ষাখাতে যৌক্তিক বিনিয়োগও হচ্ছে না এখনো। শুধু সামরিক খাতকে পুষ্ট করার মনোবৃত্তি এখনো পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে কথা আছে, গত ১৮-১-৯৭ তারিখের পত্রিকায় দেখেছি বর্তমান সরকার বেসরকারি প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন বাড়াচ্ছেন। বলা হচ্ছে, "দেশের প্রায় ২০ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের ৮০ হাজার শিক্ষকের মাসিক বেতনের সরকারি অংশ বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি সবক'টি গ্রাম ও মহল্লায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আরো ২০ হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশ অনুসরণে সরকার এসব পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।" (ভোরের কাগজ ১৮-১-৯৭)।

অবশ্যই আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। আবার সেই সাবেক সরকারের কথাটা বলতে হয়। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা বিগত দিনে নানামুখী হৃদয়হীন সমস্যা মোকাবেলা করেছে। তাদের চিৎকারে কর্ণপাত করা হয়নি। তাদের সমস্যাকে বোঝার চেষ্টা হয়নি। বলতে গেলে তাদের শিক্ষক বলেই গণ্য করা হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা ঢাকা প্রেসক্লাবের সামনে অনশন ধর্মঘট করেছে। সেই অনশন ভাঙিয়ে দেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা দিয়ে, আর্থিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে প্রশংসার কাজই করেছেন। আমি তাঁর অনেক বক্তৃতা শুনেছি। প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি ওয়াদা দিয়েছিলেন যে ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি গ্রামে ও মহল্লায় একটি করে প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। সে ওয়াদা মাফিক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু ভয় হয় ঐ 'উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন'দের নিয়ে। তারা আবার গরিবের দরদ বুঝতে চান না। তাই প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি দ্রুত ও সুস্থ পদক্ষেপ নিতে পারেন। এমনিতে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের খুব একটা সুনজরে দেখেননা।

ভাবতে অবাক লাগে যে, পথেঘাটে কলেজ হচ্ছে অথচ প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোর মনোবৃত্তি নেই। এর পেছনে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। নির্বাচনী প্রচারণায় 'আমি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি' এমন কথায় জুৎ হয় না, গাল ভারি হয় না, যতটা হয় 'কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি' বললে। তাছাড়া আরো সমস্যা আছে প্রাইমারি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে। গ্রাম পর্যায়ের প্রাইমারি স্কুলগুলোর দুরবস্থা দেখলে মনটা বেদনায় মুহ্যমান হয়ে যেতে চায়। এমন বিশৃংখল, অস্বাস্থ্যকর, স্যাঁতস্যাতে পরিবেশে গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়ে যে, তাদের মন-মানসিক বিকাশের সামান্যতম পথ খোলা নেই। আবার শিক্ষকদের অদক্ষতা, অবহেলা, অনৈতিকতা, অনিয়ম ও ক্ষেত্রভেদে প্রাইমারি শিক্ষার উন্নতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সরকার শুধু নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে না উঠে পুরোনো ধসেপড়া স্কুলের দিকে যথার্থ যত্নশীল নজর দেন, তাহলে ভালো হয়। দেখতে হবে স্কুলগুলোর জীর্ণদশার উত্তরণ আর দেখতে হবে শিশু উপযোগী মনোরম পরিবেশ। শিশুর জন্য প্রসন্ন পরিবেশের একান্ত দরকার।

আর এই যে ভর্তির বিভীষিকা চলছে শহরে, এটাও শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্যমূলক বিশৃংখলার চিত্র। জীবনের প্রারম্ভে একটি কচি শিশুকে কেন এমন ভর্তি পরীক্ষার মুখোমুখি করিয়ে তার মনটা তছনছ করে দেয়া হচ্ছে? এটাতো এক ধরনের বর্বরতা। অন্তত প্রাইমারি স্কুলগুলোকে তথাকথিত 'ভালো-মন্দ'র বিভেদ থেকে মুক্তি দেয়া হোক। ভালো স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যার দ্রুত উন্নতি ঘটানো হোক। আমাদের শিশুদের বিভীষিকার জগৎ থেকে মুক্তি দেবার জন্য ভালো-মন্দের ব্যবধান উচ্ছেদ করা হোক। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকানো যেতে পারে, কিভাবে সেখানে শিশুদের শিক্ষার অবারিত দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা খাতে যা কিছু বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার নিয়মমাফিক ব্যবহার যেন হয় তার দিকে সরকার নজর দিলে ভালো হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রটাই সরকারের যত্নশীল সেবার খাতে আনলে দেশ ও জাতি লাভবান হবে। এ জন্যই প্রাইমারি শিক্ষার আলাদা নীতিমালা প্রণয়নকরণ খুব দরকার। দরকার প্রাইমারি শিক্ষা পরিচালনা কমিটি। যারা সার্বক্ষণিক প্রাইমারি শিক্ষার অগ্রগতিতে নিয়োজিত থাকবে।